তারিখ ... 13 MAR 2017
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ৫

যুগান্তর

দু'ভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস মূল হোতারা অধরা

যুগান্তর রিপোর্ট

এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কর্মকর্তারা

পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের মূল হোতারা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। এর ফলে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তায় সংশ্লিষ্টরা। তবে তদন্ত কর্মকর্তারা বলছেন, তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। পরীক্ষার হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু অসৎ শিক্ষককে এরই মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারা মনে করছেন, দু'ভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। পরীক্ষার আগের রাতে এবং পরীক্ষার হলে সেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে তা বাইরে পাঠিয়ে। অসৎ কিছু শিক্ষককে হাতেনাতে ধরা হলেও আগের রাতে কিভাবে প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে সে বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে পুলিশ। এছাড়া বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁসের যে অভিযোগ রয়েছে সে বিষয়টিও নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ এখনও।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা এখনও মূল হোতাদের ধরতে পারিনি— এটা সত্য। তবে এক সপ্তাহ আগে পুলিশ আমাকে জানিয়েছে, তারা মূলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। আমরা মূলোৎপাটনের নির্দেশই দিয়েছি।' সচিব বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে আমরা বিকল্পও ভাবছি। পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে কেন্দ্রেই প্রশ্ন ছাপার বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রয়েছে। কেননা, প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে কেন্দ্রে পৌঁছানো পর্যন্ত বহু মানুষের অংশগ্রহণ। এ প্রক্রিয়ায় না গেলে প্রশ্নের নিরাপত্তা বিধান সম্ভব নয়।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, 'আসলে পরীক্ষার সময়ে আমরা খুব দুশ্চিন্তায় থাকি। একটি মহল আগের রাতেই প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ায়। আরেকটি মহল প্রশ্ন পাওয়ার পর ছবি তুলে তা ফাঁস করে। এ দুই প্রক্রিয়ায় আসল-নকল উভয় প্রশ্নই ফাঁস হয়। এসএসসি শেষ হল। আমরা এখন এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে টেনশনে আছি।' তিনি বলেন, 'আমরা পুলিশকে প্রশ্ন ফাঁস হোক আর গুজব হোক— দুই হোতাদের খুঁজে বের করার অনুরোধ জানিয়েছি। এবারের পুলিশি তদন্ত আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব এবারের এসএসসির গণিত প্রশ্ন ফাঁস প্রসঙ্গে সম্প্রতি যুগান্তরকে বলেছেন, পরীক্ষার দিন সকাল ৮টার দিকে একটি গোয়েন্দা সংস্থা থেকে আমাকে প্রশ্ন পাঠায়। ওই প্রশ্ন হুবহু মিলে গিয়েছিল। এ কর্মকর্তা বলেন, যে প্রশ্নপত্র আমাকে ৮টায় পাঠানো হয়েছিল নিশ্চয়ই ওই ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

দু'ভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস মূল হোতারা অধরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সংস্থা প্রধান এর আগেই তা পেয়েছিলেন। তার মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা তারও আগে পেয়েছিলেন। তাহলে শিক্ষকদের হাতে যাওয়ারও আগে ওই প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল। তিনি বলেন, 'এবার ৩ হাজার ২৩৬টি কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। সারা দেশে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে কমিটি করা হয়েছিল। এ কমিটি কোথাও কোনো ট্রেজারিতে খাম খোলা পায়নি। সুতরাং প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে বিজি প্রেসে ছাপানো পর্যন্ত কোথাও থেকেই ফাঁস হতে পারে। তবে যেহেতু ছাপা হওয়া প্রশ্ন পাওয়া গেছে, তাই সংশয়টা বিজি প্রেসের দিকেই যায়।'

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সাব-কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাতে কোনো বোর্ড থেকে ফাঁসের ন্যূনতম সুযোগ নেই। কোনো বোর্ডই তার প্রশ্ন তৈরি করে না। অন্য বোর্ডের তৈরি প্রশ্ন লটারির মাধ্যমে নেয়া হয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, চারজন সেটার প্রথমে প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। পরে অন্য চারজন এ প্রশ্ন পরিশোধন করেন। পরিশোধনকারীরা ইচ্ছা করলে সেটারের প্রশ্ন বাদ দিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারেন। পরিশোধনকারী মূল পাঠ্যবই, কাগজ, সিলগালা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে গোপনীয় কক্ষে প্রবেশ করতে পারেন না। এ প্রক্রিয়া প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত হলে পরিশোধনকারী সিলগালা করে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে জমা দেন। সব বোর্ডে এ একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, এরপর সব বোর্ড ৪ সেট করে সিলগালা প্যাকেটে প্রশ্নপত্র নিয়ে আসেন। সেখান থেকে প্রত্যেক বোর্ডের প্যাকেট বাদ দিয়ে বাকি বোর্ডের ২৮ সেট থেকে লটারি করে চারটি করে সেট দেয়া হয়। ওই চার সেট থেকে প্রত্যেক বোর্ড ২টি ছাপাতে বিজি প্রেসে দেয়। বাকি ২টি সংরক্ষিত থাকে।

জানা গেছে, বিজি প্রেসে প্রশ্নপত্রের পাণ্ডুলিপি যাওয়ার পর কম্পোজ হয়। এরপর মুদ্রণ ও প্যাকেট করার পর ট্রাংকে করে জেলা প্রশাসকের (ডিসি) প্রতিনিধির মাধ্যমে জেলা ট্রেজারিতে পাঠানো হয়। পরীক্ষার ৩ দিন আগে একেকটি বিষয়ের প্রশ্ন উপজেলার থানায় বা ব্যাংকের ভল্টে পাঠানো হয়।

পুলিশের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, দু'উদ্দেশ্যে শিক্ষকরা প্রশ্ন ফাঁস করেন। তা হচ্ছে— পাসের হার বাড়ানো এবং অর্থ উপার্জন। পাসের হার বাড়ানোর কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে। একটি হচ্ছে, কোচিংয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে সহায়তা। দ্বিতীয়টি, স্কুলের পাসের হার বাড়ানো। সম্প্রতি যোগ হয়েছে কেন্দ্রের পাসের হার বাড়ানো। বিভিন্ন সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্যাটাগরির ঘটনা ধরা পড়েছে। সর্বশেষ রাজধানীর কমলাপুরের শের-ই-বাংলা স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক রফিকুল ইসলামসহ ২১ জনের একটি দল ধরা পড়েছে। এরা জ্ঞানকোষ নামে কোচিং চালাত, যেখানে ওই স্কুল এবং আশপাশের স্কুলের শিক্ষার্থীরা পড়ত। শের-ই-বাংলা স্কুলের অধ্যক্ষসহ আরও অনেকের যোগসাজশে পরীক্ষার দিন সকালে ট্রেজারি থেকে নেয়ার পর প্রশ্ন ফাঁস করত। পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, কোচিং সেন্টারের সদস্যরাই প্রশ্নপত্র সংগ্রহ, বিতরণ ও অর্থ লেনদেনের কাজগুলো করতেন।

এ ব্যাপারে ডিএমপির উপ-কমিশনার সাজ্জাদুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, আমরা অনলাইনভিত্তিক একটি চক্র ধরতে পেরেছি। এ চক্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জেরে আলম নামে একজনের সন্ধান পেয়েছি। এ আলম প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের অন্যতম হোতা। সে বিজি প্রেসে এক সময়ে চাকরি করত। তার মাধ্যমেই মূল হোতাসহ এ চক্রের সঙ্গে জড়িত বাকিদের ধরা সম্ভব হবে।

অভিযোগ আছে, স্কুলের পাশের হার বাড়াতে চলতি বছর দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে শিক্ষকরা উত্তর তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করেছেন। বরিশালের বাকেরগঞ্জে কাকরদা একে ইন্সটিটিউট কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ পেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ব্যবস্থা নিতে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশও দেয়া হয়েছিল। যুগান্তরের বাউফল প্রতিনিধি শিবলি সাদিক জানান, উপজেলায় এক সময়ে একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা হলেও এখন ৮টি কেন্দ্রে হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, কেন্দ্রগুলোর মধ্যে পরীক্ষায় ফলের দিক থেকে এগিয়ে থাকার সুপ্ত প্রতিযোগিতা চলে। যে কারণে পরীক্ষা শুরুর আগেই শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র সমাধান করে পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানোর মতো গুরুতর অভিযোগ আছে। এ বছর বাউফল সদর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে। তবে বাউফল মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ও কেন্দ্র সচিব নার্গিস আক্তার এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, পরীক্ষার হল থেকে বাইরে প্রশ্ন যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জামান বলেন, বাউফল উপজেলায় ৮টি কেন্দ্র রয়েছে। এ ৮টি কেন্দ্রে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পরীক্ষা নেয়াটা অনেক কঠিন। প্রত্যেক উপজেলায় যদি একটি করে কেন্দ্র করা যেত তাহলে ক্লোজ মনিটরিং করা সম্ভব হতো।